আমেরিকার ভবিষ্যৎ এবং ১৮ জুলাই, ২০২০ - নম্বর সাত

তিরন্দাজেরা

Jeff Pippenger
2023-09-25

সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে আমরা ইশাইয়ার বাইশ অধ্যায়ের "দর্শনের উপত্যকার ভার" বিষয়টি আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা "দর্শনের উপত্যকা"কে "শেষ দিনগুলোতে" লাওদিকীয়রা ও ফিলাডেলফীয়দের মধ্যে পার্থক্যের একটি ভৌগোলিক প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছি। যারা মূর্খ লাওদিকীয় কুমারীদের বিনাশের আগুনের জন্য গুচ্ছ গুচ্ছ করে বেঁধে দিয়েছিল, তারা ছিল "ধনুর্ধরেরা"। বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে "ধনুর্ধরেরা" ইসলামকে প্রতিনিধিত্ব করে।

> আর ঈশ্বর আব্রাহামকে বললেন, বালকের কারণে এবং তোমার দাসীর কারণে তোমার কাছে এটি যেন কষ্টকর না হয়; সারাহ তোমাকে যা কিছু বলেছে, তার কথা শোন; কারণ ইসহাকের মাধ্যমেই তোমার বংশ গণ্য হবে। আর দাসীর পুত্র সম্পর্কেও আমি এক জাতি সৃষ্টি করব, কারণ সেও তোমার বংশ। তারপর আব্রাহাম ভোরবেলায় উঠে রুটি ও এক থলি জল নিয়ে হাগারকে দিলেন—থলিটি তার কাঁধে তুলে দিয়ে, এবং বালকটিকেও—এবং তাকে বিদায় দিলেন; সে চলে গেল এবং বেয়েরশেবার মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। থলির জল ফুরিয়ে গেলে, আর সে বালকটিকে একটি ঝোপের নিচে রেখে দিল। সে গিয়ে তার থেকে বেশ দূরে, প্রায় এক তীর নিক্ষেপের দূরত্বে, বসে পড়ল; কারণ সে বলল, আমি যেন বালকটির মৃত্যু দেখা না পাই। সে তার বিপরীতে বসে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল। আর ঈশ্বর বালকের কণ্ঠস্বর শুনলেন; এবং ঈশ্বরের দূত আকাশ থেকে হাগারকে ডেকে বললেন, হাগার, তোমার কী হয়েছে? ভয় পেও না; কারণ ঈশ্বর, সে যেখানে আছে সেখানেই, বালকের কণ্ঠস্বর শুনেছেন। উঠে দাঁড়াও, বালকটিকে তুলে নাও, এবং তাকে তোমার হাতে ধরে রাখ; কারণ আমি তাকে এক মহান জাতিতে পরিণত করব। তারপর ঈশ্বর তার চোখ উন্মুক্ত করলেন, আর সে এক জলের কূপ দেখল; সে গিয়ে থলিটি জল দিয়ে ভরল, এবং বালককে জল পান করাল। আর ঈশ্বর বালকের সঙ্গে ছিলেন; সে বড় হতে লাগল, মরুভূমিতে বাস করতে লাগল, এবং একজন ধনুর্ধর হয়ে উঠল। উৎপত্তি ২১:১২-২১।

হাগারের পুত্র ইসমাইল ইসলামী জাতির পিতা হওয়ার কথা ছিল এবং তাকে "একজন ধনুর্ধর" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসমাইলের প্রথম উল্লেখে বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে তার ভূমিকা চিহ্নিত করে।

> প্রভুর দূত তাকে বললেন, দেখো, তুমি গর্ভবতী, এবং এক পুত্র সন্তান জন্ম দেবে, এবং তার নাম ইশ্মায়েল রাখবে; কারণ প্রভু তোমার দুর্দশা শুনেছেন। এবং সে হবে এক বন্য স্বভাবের মানুষ; তার হাত থাকবে সকল মানুষের বিরুদ্ধে, এবং সকল মানুষের হাত থাকবে তার বিরুদ্ধে; এবং সে তার সকল ভ্রাতাদের সামনে বসবাস করবে। উৎপত্তি ১৬:১১, ১২।

ইসলামের জাতি "প্রত্যেকে মানুষের বিরুদ্ধে থাকবে", এবং "প্রত্যেকে মানুষের হাত" থাকবে "তার বিরুদ্ধে"। "বন্য" বলে যে শব্দটি অনূদিত হয়েছে, তা হলো আরবীয় বন্য গাধা, তাই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতীক হিসেবে ইসমাইলের সূচনালগ্ন থেকেই সে "অশ্ব পরিবার"-এর সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং সে তার জাতির বিরুদ্ধে বিশ্বের প্রতিটি জাতিকে একত্র করবে।

মিলারাইটরা চিহ্নিত করেছিলেন যে প্রকাশিত বাক্য নবম অধ্যায়ের তিনটি 'হায়' ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং এভাবে তারা হাবাক্কূকের দুইটি পবিত্র ফলকের প্রতিটিতেই ইসলামকে একটি ঘোড়া হিসেবে দৃশ্যমানভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। ওই চার্টগুলো "প্রভুর হাত দ্বারা পরিচালিত" ছিল এবং হাবাক্কূকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেগুলোর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য অষ্টম অধ্যায় ত্রয়োদশ পদে উল্লিখিত তিনটি 'হায়' ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে—এই সত্যকে অস্বীকার করা মানে ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা এবং হাবাক্কূককে অস্বীকার করা। এটি বাইবেল এবং ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা—উভয়েরই অস্বীকার।

> আমি দেখলাম এবং শুনলাম, স্বর্গের মধ্যভাগ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে একজন স্বর্গদূত উচ্চ স্বরে বলছে, "হায়, হায়, হায়, পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য, তিন স্বর্গদূতের তূরীর বাকি ধ্বনিগুলোর কারণে, যেগুলো এখনও বাজতে বাকি!" প্রকাশিত বাক্য ৮:১৩।

সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা মানে ধ্বংসের আগুনের দিকে ধাবিত হওয়া, এবং অ্যাডভেন্টিজমের সত্য প্রত্যাখ্যানের ক্রমাগত প্রক্রিয়া ১৮৬৩ সালে শুরু হয়। তৃতীয় হায়ের সময় বিশ্বজুড়ে সব জাতিকে একত্রিত করে যে বিষয়টি, তা হলো ইসলাম। এই ঐক্য ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ চিত্রিত হয়েছিল; যা সাতটি বজ্রধ্বনির প্রথম মাইলফলক হিসেবে যেমন ছিল, তেমনি সাতটি বজ্রধ্বনির শেষ মাইলফলকও প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। 'শেষ দিনগুলোতে' সাতটি বজ্রধ্বনির শেষ মাইলফলক হলো রবিবারের আইন; তারপর তৃতীয় হায় দ্রুত আসে। যে শক্তি জাতিগুলোকে ক্রুদ্ধ করে তা হলো ইসলাম, এবং শেষ দিনগুলোতে ইসলাম ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ জাতিগুলোকে ক্রুদ্ধ করেছিল, কিন্তু একই সঙ্গে তাদের 'নিয়ন্ত্রণে রাখা' হয়েছিল। সেই সময় শেষের বৃষ্টি ছিটেফোঁটা ভাবে পড়া শুরু করে, যা পূর্ণ বর্ষণে পরিণত হবে যখন কনে নিজেকে প্রস্তুত করবে।

> "সে সময়, যখন উদ্ধারকার্য সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে, পৃথিবীতে বিপদ আসবে, এবং জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হবে, তবুও তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে যাতে তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজ ব্যাহত না হয়। সে সময় 'শেষ বৃষ্টি', অর্থাৎ প্রভুর উপস্থিতি থেকে আসা সতেজতা, আসবে—তৃতীয় স্বর্গদূতের জোরালো কণ্ঠস্বরকে শক্তি দিতে, এবং সাধুগণকে প্রস্তুত করতে, যাতে তারা সেই সময়ে অটল থাকতে পারে যখন শেষ সাতটি মহামারি ঢেলে দেওয়া হবে।" Early Writings, 85.

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জীবিতদের বিচার শুরু হয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইসলামের আক্রমণে জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হয়েছিল এবং শেষ বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছিল। বিচার ঈশ্বরের ঘর থেকেই শুরু হয় এবং ঈশ্বরের ঘরের বিচার রবিবারের আইন সংকটে গিয়ে শেষ হয়; তারপর ঈশ্বরের অন্য ভেড়ার পালের বিচার শুরু হয়। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সঙ্গে অনেক কিছুই জড়িত, কিন্তু 'হাবাক্কূকের ফলকসমূহ' নামের ধারাবাহিকে এই সত্যগুলো ভালোভাবে নথিভুক্ত আছে। প্রকাশিত বাক্য ১১ অধ্যায়ের বর্ণনায় ফিরে যাওয়ার আগে, এই প্রবন্ধে এসব বিষয় তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

> আর সেই একই সময়ে সেখানে এক মহা ভূমিকম্প হলো, এবং শহরের দশমাংশ ধসে পড়ল, এবং ভূমিকম্পে সাত হাজার মানুষ নিহত হলো; আর অবশিষ্টরা ভীত হয়ে স্বর্গের ঈশ্বরকে মহিমা দিল। দ্বিতীয় বিপদ অতীত হয়েছে; দেখ, তৃতীয় বিপদ শীঘ্রই আসছে। প্রকাশিত বাক্য ১১:১৩, ১৪।

ফরাসি বিপ্লবে ফ্রান্স জাতির উলটপালটকে চিহ্নিত করা "মহাভূমিকম্প" রবিবারের আইনে যুক্তরাষ্ট্রের উলটপালটের প্রতিনিধিত্ব করে। জাতীয় ধর্মত্যাগের পর আসে জাতীয় ধ্বংস, এবং যখন যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হবে, তখন সমগ্র পৃথিবী তার ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠবে; এই কারণেই "ভূমিকম্প" প্রতীকটি ব্যবহৃত হয়েছে। তখনই "তৃতীয় দুর্ভোগ দ্রুত আসে"। দুটি পবিত্র ফলকে ইসলামকে প্রকাশিত বাক্য নবম অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় দুর্ভোগ হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে, এবং যদি প্রথম দুর্ভোগ ইসলাম হয় এবং দ্বিতীয় দুর্ভোগও ইসলাম হয়, তবে তৃতীয় দুর্ভোগও ইসলামই হতে হবে, কারণ দু'জনের সাক্ষ্যে কোনো বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রবিবারের আইনে ইসলাম আবার যুক্তরাষ্ট্রকে আঘাত করবে।

ইজেকিয়েলের হাড়ের উপত্যকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে সিস্টার হোয়াইট নিম্নলিখিত কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

> স্বর্গদূতরা চার দিকের বাতাস ধরে রেখেছে; যেগুলোকে এক ক্রুদ্ধ ঘোড়ারূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা বাঁধন ছিঁড়ে মুক্ত হয়ে সারা পৃথিবীর ওপর দিয়ে ধেয়ে যেতে চাইছে, আর তার পথজুড়ে ধ্বংস ও মৃত্যু বয়ে আনছে।
>
> "আমরা কি শাশ্বত জগতের একেবারে কিনারায় ঘুমিয়ে পড়ব? আমরা কি নিস্তেজে, শীতল ও মৃত হয়ে পড়ব? আহা, যদি আমাদের মণ্ডলীগুলিতে ঈশ্বরের আত্মা ও নিশ্বাস তাঁর লোকদের মধ্যে ফুঁকে দেওয়া হতো, যাতে তারা পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁচতে পারে। আমাদের বুঝতে হবে যে পথটি সঙ্কীর্ণ, এবং দ্বারটি সঙ্কুচিত। কিন্তু আমরা যখন সেই সঙ্কুচিত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করি, তার প্রশস্ততা সীমাহীন।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ২০, ২১৭।

প্রকাশিত বাক্য অধ্যায় এগারোর দুই নবীকে যে "চার বাতাস"-এর বার্তা পায়ে দাঁড় করায়, সেটিই বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর রাগান্বিত ঘোড়ার বার্তা; যা সমগ্র বাইবেলীয় সাক্ষ্য জুড়ে যেমন উপস্থাপিত হয়েছে, তেমনই হাবাক্কূকের দুইটি পবিত্র ফলকের উপরও চাক্ষুষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এলিয়াহ ও মোশিকে পায়ে দাঁড় করায় যে বার্তা, সেটিই সেই তৃতীয় হায়ের বার্তা, যা তাদের পায়ে দাঁড় করানোর পর শীঘ্রই আসে; কারণ যখন রবিবারের আইন আসে এবং ইসলাম আবার আঘাত হানে, তখন এলিয়াহ ও মোশি জাতিসমূহের কাছে ধ্বজা হিসেবে উচ্চে তুলে ধরা হয়।

ইসলামের তৃতীয় দুর্ভোগই হলো সপ্তম তূরী। সপ্তম তূরীর ধ্বনি শুরু হয়েছিল ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ, যখন বিচার শুরু হয়েছিল।

> কিন্তু সপ্তম স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর শোনার দিনগুলোতে, যখন তিনি শিঙ্গা করতে শুরু করবেন, ঈশ্বরের রহস্য সমাপ্ত হবে, যেমন তিনি তাঁর দাসদের অর্থাৎ নবীদের কাছে ঘোষণা করেছেন। প্রকাশিত বাক্য ১০:৭।

"সপ্তম স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বরের দিনগুলো" হলো তদন্তমূলক বিচারের দিনগুলো, যা শুরু হয়েছিল ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ। তখন মৃতদের বিচার আরম্ভ হয়েছিল। তৃতীয় "হায়" দ্রুত এলে, সপ্তম তূরীর ধ্বনি পুনরায় চিহ্নিত হয়। এই ধ্বনিটি তদন্তমূলক বিচারের সূচনা নয়; বরং এটি ঈশ্বরের গৃহের বিচার সমাপ্তির চিহ্ন এবং ঈশ্বরের অন্যান্য পালের বিচারের সূচনা।

> আর সপ্তম স্বর্গদূত তূরীধ্বনি করল; এবং স্বর্গে প্রবল কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বলল, এই বিশ্বের রাজ্যসমূহ আমাদের প্রভু ও তাঁর খ্রীষ্টের রাজ্য হয়ে গেছে; এবং তিনি চিরকাল যুগযুগান্তর ধরে রাজত্ব করবেন। আর চব্বিশ জন প্রবীণ, যারা ঈশ্বরের সামনে

> তাঁদের আসনে বসেছিলেন, তাঁরা মুখ থুবড়ে পড়ে ঈশ্বরকে উপাসনা করলেন, বললেন, হে সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর, যিনি আছেন, ছিলেন এবং যিনি আসবেন, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই; কারণ তুমি তোমার মহাশক্তি গ্রহণ করেছ এবং রাজত্ব করেছ। প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫-১৭।

ঈশ্বরের "রহস্য" হলো আমাদের মধ্যে খ্রিস্ট, মহিমার আশা, যা সেই সময়কালে পূর্ণতা পায় যখন মূসা ও এলিয়াহ উঠে দাঁড়ান এবং ঈশ্বরের বাক্যের এমন এক বার্তার মাধ্যমে, যা ইসলামকে চিহ্নিত করে, পুনরুত্থিত হন। যদি সেই বার্তা গ্রহণ করা হয়, তা একটি আত্মাকে স্বর্গীয় গোলার জন্য বাঁধে; কিন্তু যারা বার্তাটি প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য তা ইসলামের তীরন্দাজদের বার্তাই হয়ে দাঁড়ায়, যা তাদেরকে গুচ্ছ গুচ্ছ করে বাঁধে যাতে তারা বিনাশের আগুনে পোড়ানো হয়। সপ্তম তূরীর বার্তা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে মোহরিত করে, তাদেরকে ঈশ্বরের অন্য পালকে আনবার জন্য পতাকা হিসেবে উত্তোলিত করার পূর্বেই। বিশ্বকে সতর্ক করার আগে ঐ দুই পুনরুত্থিত নবীকে প্রথমে মোহরিত হতে হবে।

> পবিত্র আত্মার কাজ হলো জগতকে পাপ, ধার্মিকতা ও বিচার সম্বন্ধে প্রত্যয়ী করা। সত্যে বিশ্বাসীরা সত্যের মাধ্যমে পবিত্র হচ্ছে, উচ্চ ও পবিত্র নীতির ভিত্তিতে জীবনযাপন করছে, এবং উচ্চ ও মহান অর্থে যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে ও যারা সেগুলোকে পদদলিত করে তাদের মধ্যে সীমারেখা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করছে—জগৎ যখন এ দৃশ্য দেখে, তখনই কেবল তাকে সতর্ক করা যায়। আত্মার পবিত্রকরণ স্পষ্ট করে তোলে তাদের মধ্যে পার্থক্য, যাদের ঈশ্বরের সীল রয়েছে এবং যারা একটি ভ্রান্ত বিশ্রামদিন পালন করে। যখন পরীক্ষা আসবে, তখন পশুর ছাপ কী তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে। তা হলো রবিবার পালন করা। যারা সত্য শোনার পরও এই দিনকে পবিত্র বলে গণ্য করতে থাকে, তারা সেই পাপের মানুষের স্বাক্ষর বহন করে, যে সময় ও বিধি পরিবর্তন করার কথা ভেবেছিল। বাইবেল ট্রেনিং স্কুল, ১ ডিসেম্বর, ১৯০৩।

যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে জাতিসমূহের জন্য এক নিশান হিসেবে উচ্চে তোলা হবে, তখন জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হবে। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে যে শক্তি জাতিসমূহকে ক্রোধান্বিত করে, তা হলো ইসলাম। রবিবারের আইন প্রণীত হলে ইসলাম আবার যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানবে।

> আর জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হলো, এবং তোমার ক্রোধ এসে গেছে, এবং মৃতদের বিচার হওয়ার সময়ও এসে গেছে, যাতে তারা বিচার পায়, এবং যাতে তুমি তোমার দাস ভাববাদীদেরকে, সাধুগণকে, এবং যারা তোমার নামকে ভয় করে—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ—তাদেরকে প্রতিফল দাও; এবং যারা পৃথিবীকে ধ্বংস করে, তাদের তুমি ধ্বংস করো। আর স্বর্গে ঈশ্বরের মন্দির খুলে গেল, এবং তাঁর মন্দিরে তাঁর চুক্তির সিন্দুক দেখা গেল; এবং সেখানে বিদ্যুৎ, শব্দ, বজ্রধ্বনি, ভূমিকম্প, এবং মহা শিলাবৃষ্টি হলো। প্রকাশিত বাক্য ১১:১৮, ১৯।

এই ধারাবাহিক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঘটনাবলির পর, জন সেই মণ্ডলীকে উপস্থাপন করেন, যাদের নিশান হওয়ার কথা।

> আর স্বর্গে এক মহা নিদর্শন দেখা গেল—সূর্য পরিহিত এক নারী, যার পায়ের নীচে চন্দ্র, এবং তার মাথায় বারোটি তারকার মুকুট। আর সে গর্ভবতী হয়ে প্রসববেদনায় চিৎকার করছিল, সন্তান প্রসবের যন্ত্রণায় পীড়িত ছিল। প্রকাশিত বাক্য ১২:১।

এখানে যে মণ্ডলী নিহত হয়েছিল, পদদলিত হয়েছিল, পুনরুত্থিত হয়েছিল, এবং পরবর্তীতে ঈশ্বরের পতাকা হিসেবে স্বর্গে উত্তোলিত হয়েছে, সে সূর্যের মহিমায় দীপ্তিমান। সে চাঁদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যা তার মুকুটের ওপর থাকা বারোটি নক্ষত্রের ছায়াকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই ছায়া হল প্রাচীন ইস্রায়েলের বারোটি গোত্র, যারা তার মুকুটের বারোটি নক্ষত্র হিসেবে থাকা বারোজন শিষ্যের প্রতিরূপ ও প্রতিবিম্ব ছিল। এই চিত্রণে প্রাচীন ইস্রায়েলের সূচনা প্রাচীন ইস্রায়েলের সমাপ্তিকে প্রতীকায়িত করছে।

সেই নারী একটি সন্তান জন্ম দিতে চলেছে, যা প্রাচীন ইস্রায়েলের সমাপ্তিতে খ্রিস্টের জন্মকে চিহ্নিত করে, কিন্তু এখন বাবিলন থেকে বেরিয়ে এসে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সঙ্গে যোগ দেওয়া অজাতীয়দের জন্মকে প্রতিনিধিত্ব করে। এলিয়াহ ও মূসা যখনই পতাকারূপে উত্তোলিত হন, তখনই সে ঈশ্বরের অন্য পালের জন্ম দেয়, যারা সেই পতাকার প্রতি সাড়া দেবে।

যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইন দিয়ে শুরু হওয়া সংকটকালে, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে পতাকা হিসেবে উত্তোলিত হতে দেখো—এর মাধ্যমেই “বিশ্বকে কেবল সতর্ক করা যেতে পারে।” যারা বাবিলন থেকে বেরিয়ে এসে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সঙ্গে দাঁড়ায়, তাদের এক বৃহৎ জনসমষ্টি হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্যের সপ্তম অধ্যায়ে উল্লিখিত ওই দুই গোষ্ঠীকে রূপান্তরের পর্বতে মূসা ও এলিয়াহ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, এবং সেই শেষ সংকটকালে পুনরুত্থিত হয়ে পতাকা হিসেবে উত্তোলিত ঈশ্বরের বিজয়ী মণ্ডলী তখনও বাবিলনে থাকা ঈশ্বরের অন্য পালের সঙ্গে একত্রিত হয়।

> হে তোমরা যারা তাঁর বাক্য শুনে কাঁপো, প্রভুর বাক্য শোনো; তোমাদের ভাইয়েরা, যারা তোমাদের ঘৃণা করেছিল এবং আমার নামের জন্য তোমাদের বহিষ্কার করেছিল, বলেছিল, ‘প্রভু মহিমান্বিত হোন’; কিন্তু তিনি তোমাদের আনন্দের জন্য আবির্ভূত হবেন, আর তারা লজ্জিত হবে। শহর থেকে কোলাহলের ধ্বনি, মন্দির থেকে এক ধ্বনি, প্রভুর ধ্বনি—যিনি তাঁর শত্রুদের প্রতিদান দেন। সে প্রসববেদনা পাওয়ার আগেই সন্তান জন্ম দিল; তার যন্ত্রণা আসার আগেই সে এক পুত্রসন্তান প্রসব করল। এমন কথা কে কখন শুনেছে? এমন বিষয় কে দেখেছে? ভূমি কি এক দিনে প্রসব করতে পারে? অথবা কোনও জাতি কি একবারেই জন্মাতে পারে? কারণ সিয়োন প্রসববেদনা পেতেই সে তার সন্তানদের জন্ম দিল। আমি কি প্রসব পর্যন্ত এনে জন্ম ঘটাব না? প্রভু বলেন। আমি কি জন্ম করাতে গিয়ে গর্ভের দ্বার বন্ধ করে দেব? তোমার ঈশ্বর বলেন। যিরূশালেমের সঙ্গে আনন্দ করো, তোমরা সকলেই যারা তাকে ভালোবাসো; তার সঙ্গে পরম আনন্দ করো, তোমরা সকলেই যারা তার জন্য শোক করো; যেন তোমরা তার সান্ত্বনার স্তনদ্বয় থেকে দুধ পান করে তৃপ্ত হতে পারো, যেন তোমরা দোহন করে তার মহিমার প্রাচুর্যে আনন্দিত হতে পারো। কারণ প্রভু এভাবেই বলেন, দেখ, আমি তার প্রতি শান্তি নদীর মতো প্রসারিত করব, আর অন্যজাতিদের গৌরব প্রবাহমান স্রোতের মতো; তখন তোমরা দুধ পান করবে, তোমরা তার কাঁখে বহন করা হবে, এবং তার হাঁটুর ওপর আদরে দোলানো হবে। যেমন কাউকে তার মা সান্ত্বনা দেয়, তেমনি আমি তোমাদের সান্ত্বনা দেব; আর তোমরা যিরূশালেমে সান্ত্বনা পাবে। আর যখন তোমরা এটি দেখবে, তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে, এবং তোমাদের অস্থিসমূহ তৃণের মতো সজীব হয়ে উঠবে; আর প্রভুর হাত তাঁর দাসদের উপর প্রকাশিত হবে, এবং তাঁর ক্ষোভ তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে। যিশায়া ৬৬:৫-১৪।

যারা স্বর্গে আরোহণের সময় জন্ম নেয়, তারা-ই তাদের ঘৃণা করা নিজ ভাইদের দ্বারা বিতাড়িতরা। যারা তাদের ঘৃণা করত এবং তাদের মৃত্যুকে দেখে আনন্দিত হয়েছিল, সেই

ভাইয়েরাই নিজেদের ইহুদি বলে দাবি করে, কিন্তু তারা নয়। তারা শয়তানের সভাগৃহভুক্ত; যারা ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে "ইস্রায়েলের বিতাড়িতরা" নিয়ে গঠিত সেই নিশানের পায়ের কাছে উপাসনা করবে।

> তিনি জাতিসমূহের জন্য একটি নিশান উত্তোলন করবেন, ইস্রায়েলের বহিষ্কৃতদের সমবেত করবেন, এবং পৃথিবীর চার প্রান্ত থেকে যিহূদার বিচ্ছুরিতদের একত্র করবেন। ইশাইয়া ১১:১২।

> "আপনি মনে করেন যে যারা সন্তদের পায়ের সামনে প্রণাম করে (প্রকাশিত বাক্য ৩:৯), তারা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাবে। এখানে আমি আপনার সঙ্গে একমত নই; কারণ ঈশ্বর আমাকে দেখিয়েছিলেন যে এরা ছিল নিজেদেরকে অ্যাডভেন্টিস্ট বলে দাবি করা লোক, যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এবং 'নিজেদের জন্য ঈশ্বরের পুত্রকে আবার ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, এবং তাঁকে প্রকাশ্যে লজ্জিত করেছিল।' আর 'পরীক্ষার সময়ে', যা এখনও আসেনি, সবার প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করার জন্য, তারা জানবে যে তারা চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে, এবং আত্মার যন্ত্রণায় অভিভূত হয়ে, তারা সন্তদের পায়ের কাছে নতজানু হবে।" ওয়ার্ড টু দ্য লিটল ফ্লক, ১২।

যার কান আছে, সে শুনুক, আত্মা মণ্ডলীদের যা বলে।